ভোরের কাগজ

তারিখ DEC. 27 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সহস্রাব্দ

পুলক গুপ্ত : 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহি বসি শবরী বালি/মোরঙ্গ পুচ্ছ পিরহাণ গিবত গুঞ্জার মালি' অথবা 'Whan that aprille with his schowres swoote/The drought of marche hath perced to the roote'— শুনতে কেমন আজব লাগছে না? এই রকমই ছিল এক হাজার বছর আগের বাংলা আর ইংরেজি ভাষা। আজ আমরা যে ভাষায় কথা বলি বা লিখি, ভাষার সেই বর্তমান রূপের জন্মই হয়েছে এই সহস্রাব্দে। এবার মিলিয়ে দেখা যাক ওপরের পংক্তিগুলোকে আধুনিক বাংলা ও ইংরেজিতে অনূদিত রূপের সঙ্গে। প্রথমে একাদশ শতাব্দীর প্রাচীন চর্যাপদটি একালের ভাষায়— 'উঁচু উঁচু পর্বত, তাতে থাকে শবরী বালিকা, ময়ূরপুচ্ছ পরা, গলায় গুঞ্জার মালা।' এরপর জিওফ্রে চসারের ১৩৮৭ সালে লেখা 'ক্যান্টারবারি টেলসের' দুলাইন শুনুন আধুনিক ইংরেজিতে—'When in April the sweet showers fall / And pierce the drought of March to the root.'

আজকের দুনিয়ার প্রধান কয়েকটি ভাষা ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, চীনা, জাপানি, হিন্দি ও বাংলা। এই ভাষাগুলোর বেশির ভাগেরই বর্তমান প্রমিত (Standard) রূপ এই সহস্রাব্দে সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে এ ভাষাগুলোর লিখিত রূপ ও সাহিত্যের কল্পনাতীত বিকাশ ঘটেছে এই সময়কালের মধ্যেই। পাশাপাশি ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ও কিছুটা আরবি ভাষার বিস্তার ঘটেছে আদি উৎসভূমির বাইরেও, প্রধানত এই দেশগুলোর উপনিবেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে। উপনিবেশব বিস্তার ও যোগাযোগ বিপ্লবের ফলে এক ভাষা আরেক ভাষার শব্দ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে, এক ভাষায় অর্জিত জ্ঞান আরেক ভাষায় প্রবাহিত হয়েছে।

ইংরেজি আজ কার্যত সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। সারা দুনিয়ার বাণিজ্য, রাজনীতি বা পপুলার কালচারের এক নম্বর ভাষাও ইংরেজি। সহস্রাব্দের শুরুতে ইউরোপের সবচেয়ে অভিজাত ও সমৃদ্ধ ভাষা ছিল ল্যাটিন। তখনকার ইংল্যান্ডেও চার্চে বা আদালতে ইংরেজি ব্যবহৃত হতো না, সাহিত্যের ভাষাও ছিল ল্যাটিন। ১২৫০ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম ইংরেজি ভাষায় সরকারি ঘোষণা প্রচার হয়, ১৩৬২ সালে আদালতের ভাষাও করা হয় ইংরেজি। এর কিছু কাল পরই জিওফ্রে চসার ক্যান্টারবারি টেলস লেখেন লন্ডনের কথ্য ইংরেজিতে, সেই ভাষাই কালক্রমে প্রমিত ইংরেজিতে পরিণত হয়েছে। পুরোনো ইংরেজি ভাষা জার্মানিক গোষ্ঠীর অ্যাংলো স্যাক্সনদের সৃষ্ট, তবে সমৃদ্ধ হয়েছে প্রচুর ল্যাটিন শব্দ গ্রহণ করে। অন্যদিকে ইউরোপের অন্যত্র বর্বর উপজাতিগুলোর হাতে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ল্যাটিন ভাষাও লুপ্ত হয়ে যায়। এক হাজার খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই ইংরেজির মতো ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান আর পর্তুগিজ ভাষাগুলোও গড়ে ওঠে। গথ আর লোমবার্ড উপজাতিগুলো এক ধরনের কথ্য ল্যাটিন বলতো, যা থেকে ইতালিয়ান, স্প্যানিশ আর পর্তুগিজ ভাষার সৃষ্টি। স্পেনের কাস্তিল প্রদেশে যে স্প্যানিশ ভাষা প্রচলিত ছিল সেটাই পরে প্রমিত স্প্যানিশ তথা কাস্তেল্লানো ভাষায় পরিণত হয়।

হিন্দি ভাষার মূল উৎস আদি হিন্দুস্তানি ভাষা, যা দেবনাগরী হরফে লেখা হয় আর এতে সংস্কৃত ও দেশী শব্দের পরিমাণ বেশি। আবার ওই একই হিন্দুস্তানি ভাষা যখন আরবি হরফে লেখা হয় এবং ফারসি শব্দ বেশি ব্যবহার হয় তা হয়ে যায় উর্দু। উর্দু ভাষার জন্ম উর্দিধারী অর্থাৎ সৈনিকদের মুখে মুখে, এই সহস্রাব্দের মাঝামাঝি।

সহস্রাব্দের শুরুতে আমাদের বাংলা ভাষার রূপ কেমন ছিল তা জানার জন্য চর্যাপদ ছাড়া আর তেমন কোনো নমুনা আমাদের হাতে নেই। চর্যাপদের রচনাকাল নিয়েও মতভেদ আছে, তবে ৮০০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় এগুলো রচিত হয়েছিল বলে মানা হয়। মধ্যযুগ থেকেই বাংলা ভাষার লিখিত রূপের একটা স্পষ্টতর ছবি পাওয়া যায়। মধ্যযুগে পূর্ববঙ্গই ছিল বাংলা ভাষার কেন্দ্র। পরে সপ্তদশ শতকে ইংরেজরা কলকাতা শহর পত্তন করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করলে কলকাতাই বাংলা ভাষা চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

ভাষার বিকাশের পিছনে প্রযুক্তি বিশেষত মুদ্রণ প্রযুক্তির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। গুটেনবার্গের মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ভাষার ইতিহাসেও যুগান্তকারী ঘটনা। এরপর থেকেই গদ্য, বিশেষ করে সৃষ্টিশীল গদ্য রচনার প্রকৃত উন্নতি শুরু হয়। তাছাড়া ঐ সময় থেকেই বইয়ের অর্থাৎ লেখার ভাষাটাই প্রমিত ও মার্জিত ভাষার নমুনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। আর একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কথ্য রূপগুলো পরিচিত হয় আঞ্চলিক ভাষা বা ডায়ালেক্ট হিসেবে। ছাপার প্রযুক্তির ফলে এক সঙ্গে অসংখ্য বই তৈরি করা সম্ভব হলো। এতে একদিকে যেমন বইয়ের বাজার সৃষ্টি হলো, তেমনি প্রমিত ভাষারূপ অতিদ্রুত লাখ লাখ লোকের কাছে পৌঁছে গেলো। নতুন লেখকরা আবার ঐ ভাষাতেই লিখলেন এবং নিজ নিজ অবদানে তাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করতে লাগলেন। সাহিত্যিক, কবি, ভাষাবিদ, শিক্ষক-পণ্ডিতদের মতো সংবাদপত্রও ভাষার বিকাশে সহায়তা করেছে। ছাপার প্রযুক্তি আবিষ্কার না হলে সংবাদপত্র বের করাও অসম্ভব হতো। সংবাদপত্রও সারা বিশ্বে প্রমিত ভাষাকে অগণিত পাঠকের কাছে নিয়ে গেছে।

এই সহস্রাব্দে যেমন কিছু ভাষার বিকাশ ঘটেছে তেমনি অসংখ্য ভাষার বিলোপের ঘটনাও ঘটেছে। প্রমিত ভাষার চাপে যেসব আঞ্চলিক ভাষার বর্ণমালা বা লিখিত রূপ ছিল না সেগুলো হারিয়ে গেছে। লুপ্ত হয়ে গেছে আরো অনেক ভাষা, ঔপনিবেশিক বা দখলদারদের ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে। তুলনামূলকভাবে অবিকশিত অনেক ভাষা ব্যর্থ হয়েছে দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগের দাবি মিটিয়ে নতুন নতুন ধারণা প্রকাশের ক্ষমতাসম্পন্ন শব্দ উপহার দিতে। এখন গ্লোবালাইজেশনের প্রবল জোয়ারে ভাষার ক্ষেত্রেও চলেছে 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট'-এর এক ডারউইনীয় প্রতিযোগিতা। সহস্রাব্দের শেষে পিছন ফিরে তাকিয়ে বিশ্বসম্প্রদায়ের উপলব্ধি ঘটেছে, সেসব বিলীয়মান ভাষাগুলোকে রক্ষা করতে হবে। ঘোষিত হয়েছে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস এবং সেই দিবসটি হলো বাঙালিরই মাতৃভাষা রক্ষার গৌরবময় সংগ্রামের দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। নতুন সহস্রাব্দে পৃথিবীর অনেক ক্ষুদ্র ভাষাই হয়তো একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনুপ্রেরণা খুঁজবে। তবে তাদের লড়াই হবে আরো অনেক বেশি কঠিন।